61

তারিখ 05 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৩ ...

[illegible]

দৈনিক সংবাদ

বরগুনায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত

বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংখ্যা কমে যাচ্ছে

বরগুনা, ৩রা জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—বিভিন্ন সমস্যার কারণে বরগুনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দিনকে দিন ভেঙ্গে পড়ছে। জেলার অধিকাংশ বিদ্যালয়গৃহ জরাজীর্ণ, শিক্ষকের সংকট, আসবাবপত্রের অভাব, ছাত্র-ছাত্রীদের বই, খাতা, পেন্সিল কাগজের মূল্য বৃদ্ধি ও অভিভাবকদের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। বরগুনা জেলার ৫টি উপজেলায় বর্তমানে ৫০৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, এর মধ্যে ৩৮২টি সরকারী, ১০০টি রেজিষ্টার্ড এবং ২৩টি স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় গড়া আনরেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়। সরকারী বিদ্যালয়গুলো সরাসরি সরকারী তত্বাবধানে চলার কথা থাকলেও বরগুনা জেলায় বর্তমানে ২০০র বেশী বিদ্যালয় ভবন রয়েছে জরাজীর্ণ। এর মধ্যে ১৭৫টির মত বিদ্যালয়ে আদৌ ক্লাস করা সম্ভব হচ্ছে না। পাকিস্তান আমলের মাঝামাঝি নির্মাণ করা এ ভবনগুলো যে কোন মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে। সারা জেলায় ১৫।২০টি বিদ্যালয় ছাড়া সব বিদ্যালয়েই বর্তমানে নাজুক অবস্থা। যেমন, গোলপাতার ছাউনি ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে, টিনের ঘরগুলোর জানালা-দরোজা নেই। তাছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চের সংকট রয়েছে। শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষা উপকরণের অভাব রয়েছে।

বরগুনা জেলার ৩৮২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মঞ্জুরিকৃত শিক্ষক পদের সংখ্যা ১৬৫০; কিন্তু বর্তমানে রয়েছেন ১৫৯৯। রেজিষ্টার্ড ও আনরেজিষ্টার্ড বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংখ্যা খুবই কম। ১৯৮৩-৮৪ সনে বিদ্যালয়গুলো উন্নয়নের জন্য কর্তৃপক্ষ মাত্র ১৪লক্ষ টাকা এবং ১৯৮৪-৮৫ সনে ১,৩৭,৮৬,৭০০ টাকা ব্যয় করে কয়েকটি বিদ্যালয় নির্মাণ ও মেরামত করেছে বলে স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ জানান। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। চলতি বছর কিছু কিছু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়নের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের আছে তবে সরকারী ছাড়া বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নের কোন পরিকল্পনাই কর্তৃপক্ষের হাতে নেই। বর্তমানে বরগুনা জেলার ১২৩টি বেসরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা কোথাও খোলা আকাশের নীচে, কোথাও পরিত্যক্ত ভবনে পড়াশুনা করে। কোথাও ২/১টি চেয়ার টেবিল-বেঞ্চ আছে তাছাড়া বেশীর ভাগ ক্লাস হয় মাদুর বিছিয়ে।

সরকারী-বেসরকারী সব বিদ্যালয়গুলোতেই সাধারণ সমস্যা খাবার পানির, যাতায়াত, পায়খানা প্রস্রাবখানার। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে নলকূপ নেই। যেসব বিদ্যালয়ে আছে তাও প্রায়ই অকেজো পায়খানা-প্রস্রাবখানার অভাবে ছাত্রী-ছাত্রী ও শিক্ষকরা দুর্ভোগ পোহায়। তাছাড়া বিদ্যালয়গুলোর সাথে সড়ক যোগাযোগ না থাকায় বর্ষা মৌসুমে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসতে পারে না। এ সমস্ত কারণে বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রসংখ্যা কমে যাচ্ছে।